সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/ বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণাল/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্তপ্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	১	১	১	১	১৩৪২.৮৮ +৩২.৩৬%

০১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা :** ০২

(১) চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প।

(২) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (৩৭ ইউনিট) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প

সমাপ্ত প্রকল্পে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে পিডব্লিউডি এর রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারনে নির্মাণ কাজের জন্য এবং আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও বাইসাইকেলের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।

০৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

ক্র: নং	সমস্যা	সুপারিশ
	চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প	
০১।	প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১ ৬ পর্যন্ত মেয়াদকালে মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ছিল ১২,৫৪৬.৮০ লক্ষ টাকা ।প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করা হয়েছে। ১ম সংশোধনে মেয়াদকাল ঠিক থাকলেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১২,৫৪৭.১৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ২বার সংশোধনে প্রকল্প ব্যয় হ্রাস করে মেয়াদকাল ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে । বারবার প্রকল্প সংশোধনের ফলে মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে ও অর্থের অপচয় হয়।	।প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করা হয়েছে। ১ম সংশোধনে মেয়াদকাল ঠিক থাকলেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১২,৫৪৭.১৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ২ বার সংশোধনে প্রকল্প ব্যয় হ্রাস করে মেয়াদকাল ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। এভাবে বার বার প্রকল্প মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় ঘটে বার বার প্রকল্প সংশোধন করার ধারা পরিহার করা বা অঙ্গনীয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে;
০২।	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ ৫ বছরে ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ছয় বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়মতো সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে; এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (৩৭ ইউনিট) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প		
৩।	প্রকল্পটি জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদকালে মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ছিল ৪,১৫০.৪৮ লক্ষ টাকা ।প্রকল্পটি ১ বার সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনে প্রকল্প মেয়াদ ২	প্রকল্পটি জুলাই, ২০১ ১ হতে জুন, ২০১ ৪ পর্যন্ত মেয়াদকালে মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ছিল ৪,১৫০.৪৮ লক্ষ টাকা প্রকল্পটি ১ বার সংশোধন করা হয়েছে।

ক্র: নং	সমস্যা	সুপারিশ
	বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয় ও ব্যয় বৃদ্ধি করে ৫,৪৬৪.৮৭ লক্ষ টাকা করা হয়েছে । প্রকল্প সংশোধনের ফলে মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে ও অর্থের অপচয় হয়।	সংশোধনে প্রকল্প মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করা হয় ও ব্যয় বৃদ্ধি করে ৫,৪৬৪.৮৭ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের ফলে মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে ও অর্থের অপচয় হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে;
৪।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে দুই বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়মতো সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।	২০.২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে দুই বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়মতো সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে; এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
৫।	গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক আবাসিক ভবন নির্মানের জন্য নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একাধিকবার ভেরিয়েশন করা হয়েছে এবং ভেরিয়েশন এর মাধ্যমে চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণ বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এক্ষেত্রে পিপিআর সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।	বর্ণিত নির্মাণ কাজসমূহের ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদনের বিষয়ে পিপিআর -২০০৮ অনুসরণ না করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে;
৬।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর , ২০১৬ সালে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রসমূহে রিসোর্স শিক্ষকসহ অন্যান্য জনবলের অভাবে এখন পর্যন্ত কোন জেলার আবাসিক ভবন চালু হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে দেশের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুরা/সুফলভোগীরা শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে	ঠিকাদারের সাথে চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণ বিল পরিশোধের বিষয়ে এবং চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে অর্থ ছাড় কিভাবে হল সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে;
৭।	হবিগন্জ জেলার আবাসিক ভবনটির এক অংশের নীচ থেকে মাটি সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরের পানি ভবনের নীচে গেছে। এর ফলে ভবনের এক অংশের দেওয়াল ফাটা দেখা যায়। শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে ভবনটির বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।	হবিগন্জ জেলার আবাসিক ভবনটির এক অংশের নীচ থেকে মাটি সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরের পানি ভবনের নীচে গেছে। এর ফলে ভবনের এক অংশের দেওয়াল ফেটে গেছে। উক্ত ভবনটি রক্ষার করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৮।	১৯.৬ প্রতিবন্ধী জরিপ অনুসারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীগণের সংখ্যা ও মেধার ভিত্তিতে হোস্টেলে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্পের আওতায় হোস্টেল পরিচালনা সংক্রান্ত কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তৈরী সকল আবাসিক কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষিত শিক্ষকসহ সকল জনবল পদায়নের মাধ্যমে যথাশীঘ্র কেন্দ্রসমূহ চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে ; এ বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর থেকে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৯।	১৯.৭ কক্সবাজার জেলার আবাসিক ভবনটির ছাদে পানি জমে দেওয়াল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্রকল্প থেকে কক্সবাজারসহ অন্যান্য সকল জেলার আবাসিক হোটেলে ব্যবহারের জন্য যে সকল আসবাব -পত্র দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার না করায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।	

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৭)

১.০। প্রকল্পের নাম	ঃ	"চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' (সিএসপিবি)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প।
২.০। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	সমাজসেবা অধিদফতর
৪। প্রকল্প এলাকা	ঃ	**United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)** ভূক্ত ২০টি জেলা: নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি, বান্দরবন, কক্সবাজার। এছাড়া ঢাকা, চট্রগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে পথশিশুসহ অসহায় শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তাছাড়াও সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ৯টি সরকারী নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের কার্যক্রম এলাকার অন্তর্ভূক্ত ।

(লক্ষ টাকায়)

৪.০	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	**ঃ**	**মোট**	**টাকা**	**প্রকল্প সাহায্য**	**হ্রাস/বৃদ্ধি**
	৪.১ মূল	ঃ	১২,৫৪৬.৮০	৩৯.২৪	১২,৫০৭.৫৬	--
	৪.২ ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	ঃ	১২,৫৪৭.১৫	৩৯.৫৯	১২,৫০৭.৫৬	**বৃদ্ধি**
	৪.৩ ২য় সংশোধিত অনুমোদিত		৬,৪৫৭.৯৫	৪৮.২৯	৬,৪০৯.৬৬	**হ্রাস**

৫.০	**বাস্তবায়নকাল**	**ঃ**	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**
	৫.১) মূল অনুমোদিত	ঃ	১ জানুয়ারি ২০১২	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬
	৫.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	ঃ	১ জানুয়ারি ২০১২	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬
	৫.৩) ২য় সংশোধিত :	ঃ	১ জানুয়ারি ২০১২	৩০ জুন ২০১৭

৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৬.১ পটভূমি : দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত কিংবা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও মাতা পিতার যত্নবঞ্চিত বিশেষ করে সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালনায় 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্প গত ১ জানুয়ারি ২০১২ হতে শুরূ হয়ে ৩০ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

২০১৬ ইং সালের মধ্যে UNDAF ভূক্ত ২০টি জেলার দুঃস্থ ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম বন্ধ এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

- দরিদ্র এবং নির্যাতিত পরিবারের নারী, শিশু ও যুবদের সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার উন্নয়নের মাধ্যমে শিশু ও কিশোরদের নির্যাতন, সহিংসতা এবং শোষণের প্রকোপ কমিয়ে আনা।

- জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনী অবকাঠামো এবং বিশেষ নীতি থেকে সকল শিশু বিশেষ করে অতি বঞ্চিত শিশু, পথশিশু, চা-বাগানের শ্রমিকদের শিশু ও বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত শিশুদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা।

- প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ প্রতিরোধে ইতিবাচক ও সহায়ক সামাজিক আদর্শের অনুশীলন, উন্নয়ন ও দৃঢ়করণ করা।

৬.৩ ১ম সংশোধন : জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের বেতন ভাতাদি প্রদানের নিমিত্ত জিওবি খাতে বৃদ্ধি এবং Installation of Child Protection Information Management System (CPIMS) কার্যক্রম দৃঢ়করণ, সংশিস্নষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্পেশ্যালিস্ট নিয়োগ, ৯টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৩ জন সমাজকর্মী এবং ৯ জন মনোসামাজিক কাউন্সিলর নিয়োগ, শিশু আইন ২০১২ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রবেশন অফিসারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্বাচিত এলাকার শিশু কল্যাণ বোর্ডের প্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রম সুদৃঢ়করণের নিমিত্ত ১৭ জন সমাজকর্মী নিয়োগ, ৩ জন অফিসার নিয়োগ এবং কয়েকটি পদের পদবী পরিবর্তনসহ আরও কয়েকটি কারনে ১২৫৪৭.১৫ লক্ষ (জিওবি ৩৯.৫৯ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ১২৫০৭.৫৬) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্ত্মবায়নের জন্য ২৪/০৯/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে।

২য় সংশোধন ঃ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ি অর্থায়নকারী সংস্থা হতে অর্থ ছাড় না করার কারণে প্রকল্প সাহায্য হ্রাস ও প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে মোট ৬,৪৫৭.৯৫ লক্ষ (জিওবি ৪৮.২৯ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৬,৪০৯.৬৬ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী করা হয়েছে।

৭.০ প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ঃ

১) শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা ;
২) শিশুর সহায়তায় টোল ফ্রি ফোন-চাইল্ড হেল্পলাইন;
৩) সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন প্রদান;
৪) অনলাইন কেইস ম্যানেজমেন্ট;
৫) পথ শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ড্রপ ইন সেন্টার, ইমারজেন্সি নাইট শেল্টার চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস ও ওপেন এয়ার স্কুল;

৮.০ <u>প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ</u>

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
১। জনাব মোঃ ওমর ফারুক	জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, উপসচিব	০২.০৭.১২ থেকে ২৭.০৯.২০১২	নিয়মিত
২। জনাব এবিএম শফিকুল হায়দার	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, উপপ্রধান	২৭.০৯.১২ থেকে ০৫.১১.২০১২	অতিরিক্ত
৩। জনাব মোঃ ওমর ফারুক	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, উপসচিব	০৫.১১.১২ থেকে ১২.০৯.২০১৩	নিয়মিত
৪। জনাব মোঃ ওমর ফারুক	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, যুগ্মসচিব	১২.০৯.১৩ থেকে ০৫.০২.২০১৫	নিয়মিত
৫। জনাব একেএম খায়রুল আলম	সমাজসেবা অধিদফতর, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), যুগ্মসচিব	০৫.০২.১৫ থেকে ০৪.০৩.১৫	অতিরিক্ত

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
৬। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, যুগ্মসচিব	০৪.০৩.১৫ থেকে প্রকল্প সমাপ্তকালীন পর্যন্ত	নিয়মিত

৯.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	অঙ্গের নাম	টিপিপি অনুযায়ী প্রক্কলন		জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	কর্মকর্তার বেতন (প্রকল্প পরিচালক)	৫৯ জন মাস	৪৮.২৯	৫৯ জন মাস	৪৭.৬৪
২	পরামর্শক (বিশেষজ্ঞ)	৪৪ জন মাস	৫২.৪৮	৪৪ জন মাস	৫২.৪৮
৩	ডিভিশনাল কোঅর্ডিনেটর	৯৬ জন মাস	৫৫.০০	৯৬ জন মাস	৫৫.০০
৪	অর্থ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক	৬৬ জন মাস	৪২.১২	৬৬ জন মাস	৪২.১১
৫	প্রোগ্রাম অফিসার	১৯ জন মাস	১০.৪৪	১৯ জন মাস	১০.৪৪
৬	মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার	১৮ জন মাস	১০.০৮	১৮ জন মাস	১০.০৮
৭	ফাইন্যান্স এন্ড এ্যাডমিন এসোসিয়েট-১ ও প্রোগ্রাম এসোসিয়েট-১	১৩২ জন মাস	৫৮.০০	১৩২ জন মাস	৫৭.৯৯
৮	গাড়ী চালক	৬৬ জন মাস	২০.২১	৬৬ জন মাস	২০.২১
৯	বার্তা বাহক ও নৈশ প্রহরী	১২৮ জন মাস	১৯.৮১	১২৮জন মাস	১৯.৮১
১০	ক্লিনার কাম আয়া	৬৬ জন মাস	৭.৯১	৬৬ জন মাস	৭.৯১
১১	কাউন্সিলর	৫৭ জন মাস	১৭.৩৫	৫৭ জন মাস	১৭.৩৫
১২	সমাজকর্মী	৩০৪ জনমাস	৭৬.৫২	৩০৪ জন মাস	৭৫.৩৭
১৩	বার্তাবাহক	১৯ জনমাস	২.৯২	১৯জন মাস	২.৯২
১৪	সমাজকর্মী	৫২১ জন মাস	১০৪.৫৯	৫২১জন মাস	১০৪.৫৯
১৫	বার্তাবাহক (বিভাগীয় অফিস)	৮৫ জন মাস	১২.১৫	৮৫জন মাস	১২.১৪
১৬	মনিটরিং সাপোর্ট ভ্রমন ব্যয়	প্রয়োজন অনুযায়ি	৪৭.৬৫	প্রয়োজন অনুযায়ি	৪৬.০৯
১৭	তথ্য, প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টশন	১ গাইড,৩০ কেইস স্টাডিজ	১০২.৫২	১ গাইড,৩০ কেইস স্টাডিজ	১০২.৫২
১৮	অফিস ষ্টেশনারী	প্রয়োজন অনুযায়ি	৭.৫০	প্রয়োজন অনুযায়ি	৭.৫০
১৯	অফিস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	প্রয়োজন অনুযায়ি	১১০.৬৬	প্রয়োজন অনুযায়ি	৮৮.০৩
২০	শিশুদের জন্য জরুরী এবং বিশেষ সামাজিক রক্ষামূলক সেবা কার্যক্রম	৩৭৬০০ জন শিশু	৩৪৫১.০১	৩৪৩৬৫ জন শিশু	৩৪০৩.৬৯
২১	উপকারভোগীদের জন্য সেবা কার্যক্রম	১৫১৭৩২জন শিশু	৮৭৪.৫৮	১৭১৮৭৬ জন শিশু	৮৭৪.৫৮
২২	প্রশিক্ষণ (সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, পথশিশু এবং কমিউনিটি সদস্য)	৪২১৯জন প্রশিক্ষণার্থী	৬৭৭.৩৭	৩০৫৯জন প্রশিক্ষণার্থী	৬৭৭.৩৭
২৩	নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের শিশু বান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন	১৩৬০১ জন নিবাসী	৫৫৩.৮১	১৩৫১ জন নিবাসী	৫৩৬.৮৩
২৪	নেটওয়াকিং এবং সিস্টেমের মাধ্যমে সামাজিক রক্ষামূলক সেবা কার্যক্রমের উন্নয়ন	৩১৫ সিপি নেটওয়ার্ক/১৭৩০ অফিসিয়াল	৪০.৯৮	৩১৫ সিপি নেটওয়ার্ক/৬৭০ অফিসিয়াল	৪০.৯৮
	মোট রাজস্ব		৬৪.৩.৯৫		৬৩১৩.৬৪
২৭	অফিস সরঞ্জাম আসবাবপত্র (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, আইপিএস, প্রিন্টার ও আসবাবপত্র)	প্রয়োজন অনুযায়ি	৫৪.০০	প্রয়োজন অনুযায়ি	৫৪.০০
	মোট মলধন	-	৫৪.০০	-	৫৪.০০
	মোট		৬,৪৫৭.৯৫		৬,৩৬৭.৬৪

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা :

ক) গত ১০.১২.২০১৭ তরিখে আইএমইডি কর্তৃক সিলেট জেলার সদর উপজেলার বুরজান চা বাগান এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন। প্রকল্প সূত্রে জানা যায় , প্রকল্পভূক্ত ২০টি জেলার পিতৃ-মাতৃহীন ১৩৩ জনসহ মোট ৪,৩৩৪ জন দুঃস্থ ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। CCT কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, শিশুশ্রম নিরোধ ও আর্থিক কারণে ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলমুখী করা। ইইঝ কার্যক্রমভূক্ত প্রতিটি শিশুকে মাসিক ২০০০.০০ টাকা হারে ১৮ মাসে মোট ৩৬,০০০ টাকা ৩ সমান কিস্তিতে (প্রতি কিস্তিতে ১২,০০০/-টাকা হারে) প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে , সিলেট সদর উপজেলায় সর্বমোট ৪৮৭ জন শিশুকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে, এর মধ্যে বুরজান চা বাগান এলাকায় সুবিধাভোগী শিশুর সংখ্যা ২২ জন । পরিদর্শনকালে নির্ধারিত ২২ জনের মধ্যে ১০ জনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। অবশিষ্ট সুবিধাভোগীর অভিভাবক ও অন্যান্য সুবিধাভোগী শিশুর অভিভাবকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তারা সকলেই জানায় প্রকল্প থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ায় তারা লেখাপড়া করতে পারছে। এছাড়া অনেকে ঐ অর্থ থেকে গরু বা ভেড়া ক্রয় করে পালন করছে যেন ভবিষ্যতে লেখাপড়ার খরচ বহন করতে পারে।





চিত্রেঃ সিলেট সদর উপজেলার প্রকল্প এলাকা ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়।

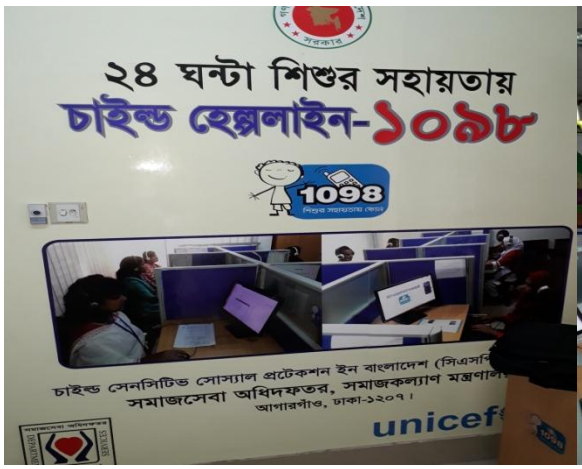
খ) গত ১১ ডিসেম্বর , ২০১৭ তারিখে জৈয়ন্তাপুর উপজেলার হাবিবনগর চা বাগান এলাকা পরিদর্শন করা হয়। জৈয়ন্তাপুর উপজেলায় মোট ১৫৮ জন সুবিধাভোগী শিশুকে প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে হাবিবনগর চা বাগান এলাকায় সুবিধাভোগী শিশুর সংখ্যা ৩৪ জন । পরিদর্শনকালে প্রায় ১৫ জন সুবিধাভোগী শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সাথে খোলামেলা আলোচনা হয়। তারা জানায় যে , প্রকল্প থেকে তারা সময়মতো ১২০০০ .০০ টাকা করে তিন কিস্তিতে মোট ৩৬,০০০.০০ টাকা পেয়েছে। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। বাচ্চাদের লেখাপড়া শিখানোর সামর্থ্য তাদের নেই। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা না পেলে এসব এতিম শিশুরা শিক্ষালাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত হতো মর্মে মত দেন।

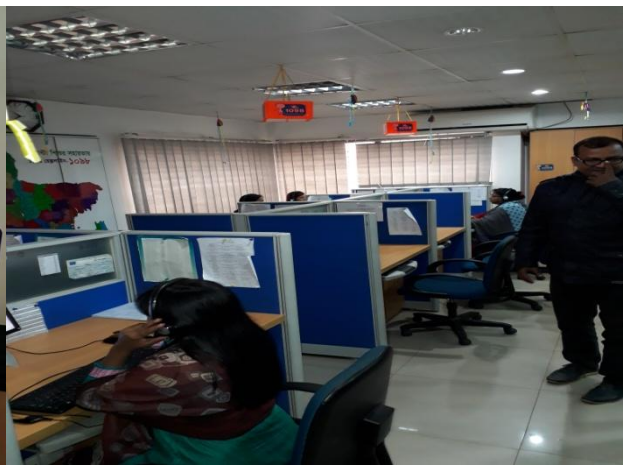




চিত্রেঃ সিলেট জেলার জৈয়ন্তাপুর উপজেলার প্রকল্প এলাকা আইএমইডি কর্তৃক ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়।

গ) গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে সমাজসেবা অধিদফতরের ৮ম তলায় স্থাপিত Child Help Line (টোল ফ্রি শর্ট কোড-১০৯৮) এর কেন্দ্রিয় কল সেন্টার পরিদর্শন করা হয়। উক্ত কল সেন্টারে ১০ টি লাইন/ চ্যানেল রয়েছে। সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ ২৪ ঘন্টাই কল সেন্টার এর কার্যক্রম চালু থাকে। টোল ফ্রি শর্ট কোড-১০৯৮ এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, শিশুনির্যাতন, শিশু পাচার ও শিশু অধিকার লংঘন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণকরতঃ শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করণের নিমিত্ত সার্বড়াণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সকল স্থান থেকে শিশু ও শিশুর পক্ষে যে কোন ব্যক্তি শিশু অধিকার লংঘন, শিশু নির্যাতন ও শিশুদের সামাজিক সুবিধা এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি যে কোন মোবাইল অথবা টেলিফোন থেকে যে কোন সময়ে চাইল্ড হেল্পলাইন কল সেন্টারে জানাতে পারেন। চাইল্ড হেল্পলাইন "১০৯৮" এর সঙ্গে দেশে বিদ্যমান সকল মোবাইল অপারেটরের টোল ফ্রি ইনকামিং সংযোগ রয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১ ,৩১,৩১২ টি অভিযোগ কল সেন্টারে এসেছে। প্রাপ্ত অভিযোগ থেকে ১০৩৫ টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় নব্বই শতাংশ অভিযোগ টেলিফোনের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে , অবশিষ্ট অভিযোগ কাউন্সেলিং ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় মীমাংসা করা হয়েছে।





চিত্রেঃ আগারগাঁও, ঢাকায় সমাজসেবা অধিদফতরের ৮ম তলায় স্থাপিত Child Help Line (টোল ফ্রি শর্ট কোড-১০৯৮) এর কেন্দ্রীয় কল সেন্টার গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়।

১১. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা ঃ

জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন /২০১৭ পর্যন্ত UNDAF ভুক্ত জেলাসমূহে ('রানা প্লাজা' ভবন ধ্বসে নিহত পরিবারের পিতৃ-মাতৃহীন ১৩৩ জনসহ মোট ৪,৩৩৪ জন দুঃস্থ ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শর্তযুক্ত অথ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। CCT কার্যক্রমভূক্ত প্রতিটি শিশুকে মাসিক ২০০০/– টাকা হারে ১৮ মাসে মোট ৩৬,০০০ টাকা ৩ সমান কিস্তিতে (প্রতি কিস্তিতে ১২০০০/-টাকা হারে) প্রদান করা হয়। CCT কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে (i) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ (ii) শিশু শ্রম নিরোধ ও (iii) আর্থিক কারণে ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলমুখী করা।

খ) শিশুর সহায়তায় টোল ফ্রি ফোন-চাইল্ড হেল্পলাইনঃ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত দেশে "শিশু আইন ২০১৩" কার্যকর হওয়ার পর উক্ত আইনের বিধান অনুসারে সারাদেশ ব্যাপী চাইল্ড হেল্পলাইন কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতরের ৮ম তলায় Child Help Line (টোল ফ্রি শর্ট কোড-১০৯৮) এর কেন্দ্রীয় কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কল সেন্টারে ১০ টি লাইন/ চ্যানেল রয়েছে। সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ ২৪ ঘন্টাই কল সেন্টার এর কার্যক্রম চালু থাকে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস হতে অনানুষ্ঠানিকভাবে উক্ত কল সেন্টারের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ ইং তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন "১০৯৮" এর শুভ উদ্বোধন করেন।

কেন্দ্রীয় কল সেন্টারে সার্বক্ষণিকভাবে কর্মরত কল এজেন্টগণ দেশের যেকোন স্থান থেকে প্রাপ্ত বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ও শিশু অধিকার লংঘন সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রহণ করেন এবং উক্ত তথ্যাদি অনুসারে সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত সংশ্লিষ্ট শিশুদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন তথা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রবেশন অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডকে অবগত করে নির্যাতিত শিশুদেরকে তাৎক্ষনিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা ও সাপোর্ট প্রদানের অনুরোধ জানান এবং স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । অধিকন্তু চাইল্ড হেল্পলাইনের কেন্দ্রীয় কলসেন্টারে কর্মরত সমাজকর্মীরা দুঃস্থ এবং সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন মাফিক তথ্য ও কাউন্সেলিং সেবা ও প্রদান করে থাকেন। বর্ণিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ১,৩৪,৩৭৩ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

গ) সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন প্রদানঃ শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ি দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সেবা প্রদান ও শিশু সুরক্ষামূলক কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিড়্গিাত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছেঃ

১) ২ সপ্তাহের মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (BSST) ও ৪ সপ্তাহের পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (PSST) ঃ শিশু আইন ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও বিভিন্ন NGO কর্মীসহ মোট ১২৯১ (পুরুষ-৭৭৭, মহিলা-৫১৪) জনকে ২ সপ্তাহ ব্যাপী BSST এবং ৪ সপ্তাহ ব্যাপী PSST প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২) **অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণঃ** সমাজসেবা অধিদফতর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন NGO সংস্থার মোট লক্ষ্যভূক্ত ৩৩১ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে মোট ৩৩১ জন কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীকে (পুরুষ-২১৫, মহিলা-১১৬) ১৮টি ব্যাচের মাধ্যমে ৫ দিন ব্যাপী Online Case Management Training প্রদান করা হয়েছে এবং সকল প্রশিক্ষণার্থীদের ল্যাপটপ, ট্যাব, মডেম ও সিম প্রদান করা হয়েছে।

৩) Management Social Service Training (MSST) ঃ সমাজসেবা অধিদফতর, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এর মাঠ পর্যায়ের মোট ২৩ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন NGO সংস্থার ৩ জন কর্মকর্তাসহ মোট ২৬ জনকে ২০ দিনব্যাপী MSST প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) পথ শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ড্রপ ইন সেন্টার, ইমারজেন্সি নাইট শেল্টার **চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস ও ওপেন এয়ার স্কুলঃ**

1.) Social protection services to the street children through 6 DICs

ঢাকা ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে অবস্থিত ৪ (চার)টি Drop In Center (DIC) এর মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত্ম মোট ১৮,৭৭৮ জন (ছেলে ১২,২০৫ জন, মেয়ে ৬,৫৭৩ জন) পথশিশুকে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান (শিশুদের দিন রাত ২৪ ঘন্ট থাকা, খাওয়া, জীবন দক্ষতা বিষয়ে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা) ও ১,৯৩৬ জন পথশিশুকে (ছেলে ১,০১৩ জন ও মেয়ে ৯২৩ জন) পরিবারে পুনঃএকীকরণ (Reintegration) করা হয়েছে।

২.) Safe night shelter for street children through 3 ENS2wU Emergency Night Shelter (ঢাকায়-১টি ও বরিশালে-১টি) এর মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত পর্যন্ত মোট ৭,৭৮৮ জন ছিন্নমূল শিশুকে (ছেলে ৭,০২৭ জন, মেয়ে ৭৬১ জন) আশ্রয় ও সেবা প্রদান করা হয়েছে। চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস ও ওপেন এয়ার স্কুল এর মাধ্যমে মোট ৩৭,৫০৩ জন শিশুকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩.)

১২. অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে অগ্রগতি			**প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্যানুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে বছরভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)**			
অর্থবছর	**টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**এডিপি বরাদ্দ**	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**		**মন্তব্য**
	কাজ	**পরিমাণ**		**পরিমাণ**	**আর্থিক**	
২০১২-২০১	অফিস সরঞ্জাম আসবাবপত্র (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, আইপিএস, প্রিন্টার ও আসবাবপত্র)	প্রয়োজন অনুযায়ি	৪০.০০	এক্সিকিউটিভ টেবিল-১টি, এক্সিকিউটিভ চেয়ার-১টি, মেটাল ফাইল কেবিনেট-৫টি, **ডেস্কটপ** কম্পিউটার-৩টি, স্ক্যানার-১টি, ফটোকপিয়ার মেশিন-১টি, এসি-৩টি, সোফাসেট-১ সেট, ল্যাপটপ -২টি, জেনারেটর-১টি	৪০.০০	**উল্লেখিত** মালামাল অর্থায়নকারী সংস্থা ইউনিসেফ বাংলাদেশ হতে সরবরাহ করা হয়েছে।
২০১৩-২০১৪	অফিস সরঞ্জাম আসবাবপত্র (কম্পিউটার ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, আইপিএস, প্রিন্টার ও আসবাবপত্র)	প্রয়োজন অনুযায়ি	১৪.০০	এসি-৩টি, চীফ এক্সিকিউটিভ চেয়ার-৫টি, কনফারেন্স টেবিল-১২টি কনফারেন্স চেয়ার-৬৭টি, ভিজিটর চেয়ার ৩টি, **সে**ক্রেটারিয়েট টেবিল-২টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-১টি	১৪.০০	

১৩. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

Period of Audit	**Date of submission of Audit Report**	**Major findings/ objections**	**Whether objections resolved or not**
1	**2**	**3**	**4**
2012-2013	20-07-2014	02	**নিষ্পত্তি হয়েছে**
2013-2014	26-07-2015	05	**নিষ্পত্তি হয়েছে**
2014-2015	02-08-2016	17	**নিষ্পত্তি হয়েছে**
2015-2016	06-04-2017	03	**নিষ্পত্তি হয়েছে**
2016-2017	-	-	রিপোর্ট পাওয়া যায়নি

১৪. **উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

কর্ম-পরিকল্পনা	অর্জন
প্রশিক্ষণ ঃ (সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, পথশিশু এবং কমিউনিটি সদস্য) বিএসএসটি/ পিএসএসটি এবং এমএসএসটি- ১২৯১ জন। বিএসএসটি/ পিএসএসটি মাষ্টার ট্রেইনারদের টিওটি- ৪২ জন। এমএসএসটি (সরকারি এবং বেসকরকারি এনজিওদের)- ২৬ জন। অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ -৩৩১ জন। কেস ম্যানেজমেন্ট, সিসিটি বাস্ত্মবায়ন, শিশু উন্নয়ন, জীবন দক্ষতা বিষয়ে টিওটি এবং অন লাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, কোড অব কন্ডাক্ট-৮৬৪ জন।	১২৯১ জন বিএসএসটি/পিএসএসটি এবং এমএসএসটি প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ৪২ জন বিএসএসটি/পিএসএসটি মাষ্টার ট্রেইনারদের টিওটি পেয়েছে। ২৬ জন এমএসএসটি (সরকারি এবং বেসকরকারি এনজিওদের) প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ৩৩১ জন অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ৮৬৪ জন কেস ম্যানেজমেন্ট, সিসিটি বাস্তবায়ন, শিশু উন্নয়ন, জীবন দক্ষতা বিষয়ে টিওটি এবং অন লাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, কোড অব কন্ডাক্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে।
শিশুদের জন্য জরুরী এবং বিশেষ সামাজিক সুরক্ষামূলক সেবা কার্যক্রম ঃ ৬টি ডিআইসির মাধ্যমে পথশিশুদের সেবা প্রদান - ১৮৭৭৮ জন। ৪টি নাইট শেল্টারের মাধ্যমে পথশিশুদের সেবা প্রদান - ৭৭৮৮ জন। শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা - ৪৩৩৪ জন। রেফারেল, পুনঃএকীকরণ,ডিআইসি,নাইট শেল্টার ইত্যাদি সেবা- ৫৭০০ জন।	১৮৭৭৮ জন পথশিশুকে ৬টি ডিআইসির মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৭৭৮৮ জন পথশিশুকে ৪টি নাইট শেল্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৪৩৩৪ জন পিতৃ-মাতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৩৪৬৫ শিশুকে রেফারেল, পুনঃএকীকরণ,ডিআইসি,নাইট শেল্টার, ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
উপকারভোগীদের জন্য সেবা কার্যক্রম ঃ দুঃস্থ অসহায় শিশুদের সেবা (চাইল্ড হেল্প লাইন)- ১১৪২২৯ জন (৯৫২২৯+১৯০০০) জন। ২০টি চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস, ওপেন এয়ার স্কুল এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান- ৩৭৫০৩ জন। চাইল্ড হেল্প লাইন এর টেকনিক্যাল আপগ্রেডেশন-১টি	১৩৪৩৭৩ জন (৯৫২২৯ +৩৯১৪৪) জন দুঃস্থ অসহায় শিশুদের সেবা (চাইল্ড হেল্প লাইন) প্রদান। ৩৭,৫০৩ জন শিশুকে ২০টি চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস, ওপেন এয়ার স্কুল এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান।
নেটওয়ার্কিং এবং সিস্টেমের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষামূলক সেবা কার্যক্রমের উন্নয়ন ঃ চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক গঠন - ৪০***টি***। ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যায়ে সিবিসিপিসি গঠন - ২২০***টি***। শিশুকল্যাণ বোর্ডের গতিশীলতা ও শক্তিশালীকরণ- ৭৫০ **জন**। মাসিক কেস কনফারেন্স - ৯৮০ **জন**।	৪০ টি চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে। ২২০ টি ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে সিবিসিপিসি গঠন করা হয়েছে। ২১৪ জন সদস্যকে শিশুকল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪৫৬ **জন** সমাজকর্মী মাসিক কেস কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছে।

১৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা পর্যালোচ নাঃ

১৫.১ প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদকালে মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ছিল ১২,৫৪৬.৮০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করা হয়েছে। ১ম সংশোধনে মেয়াদকাল ঠিক থাকলেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১২,৫৪৭.১৫ লক্ষ টাকা

করা হয়েছে। ২বার সংশোধনে প্রকল্প ব্যয় হ্রাস করে মেয়াদকাল ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। বারবার প্রকল্প সংশোধনের ফলে মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে ও অর্থের অপচয় হয়।

১৫.২ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ ৫ বছরে ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫.৩ যে নীতিমালার আলোকে প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তারা যেন নিয়মিত স্কুলে যায় বা বাল্যবিবাহের শিকার না হয় এবং শিশুশ্রমে যাতে যুক্ত না হয় প্রকল্প সমাপ্তির পর এ বিষয়ে মনিটরিং এর কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি মর্মে জানা গেছে।

১৫.৪ প্রকল্পটির ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি, তা সম্পাদন করার ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৬.০। <u>সুপারিশ ঃ</u>

১৬.১ প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদকালে মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ছিল ১২,৫৪৬.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করা হয়েছে। ১ম সংশোধনে মেয়াদকাল ঠিক থাকলেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১২,৫৪৭.১৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ২বার সংশোধনে প্রকল্প ব্যয় হ্রাস করে মেয়াদকাল ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। এভাবে বার বার প্রকল্প মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় ঘটে (যেমনঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, পরিবহন খরচ) ও মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে। তাই বার বার প্রকল্প সংশোধন করার ধারা পরিহার করা বা ঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে;

১৬.২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ছয় বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়মতো সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে; এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৬.৩ যে উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে প্রকল্প সমাপ্ত হলেও অর্থাৎ উদ্দেশ্য অনুযায়ী তারা যেন নিয়মিত স্কুলে যায় বা বাল্যবিবাহের শিকার না হয় এবং শিশু শ্রমে যাতে যুক্ত না হয় সে বিষয়ে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৬.৪ প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ভবিষ্যতে এ জাতীয় কাজ উন্নয়ন খাতের পরিবর্তে রাজস্ব বাজেটের অর্থ দ্বারা নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে পরিচালনা করা যায় কিনা সে বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিবেচনায় রাখবে।

১৬.৫ প্রকল্পটির ২০১৫ -১৬ অর্থবছরের অনিষ্পন্ন Internal ও External অডিট সম্পাদনপূর্বক আইএমইডিতে অবহিত করতে হবে;

১৬.৬ অনুচ্ছেদ ১৬.১ – ১৬.৫ এ বর্ণিত বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আইএমইডি'কে যথাশীঘ্র অবহিত করতে হবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (৩৭ ইউনিট) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৬)

১।	**প্রকল্পের নাম**	:	"দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (৩৭ ইউনিট) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প
২।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	সমাজসেবা অধিদপ্তর
৩।	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪।	**প্রকল্প এলাকা**	:	বাংলাদেশের ৩৭ টি জেলা সদর

৫। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	**মোট**	**টাকা**	**প্রকল্প সাহায্য**	**ব্যয় হ্রাস / বৃদ্ধির %)**
৫.১) মূল	ঃ	৪,১৫০.৪৮	-	-	-
৫.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	ঃ	৫,৪৯৩.৩৬	-	-	৩২.৩৬%
৫.৩) প্রকৃত ব্যয়	ঃ	৫,৪৬৪.৮৪	-	-	-

৬। বাস্তবায়নকাল	ঃ	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**
৬.১) মূল অনুমোদিত	ঃ	জুলাই'২০১১	জুন' ২০১৪
৬.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	ঃ	জুলাই'২০১১	ডিসেম্বর' ২০১৬

৭. প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৮.১ **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী এদেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধী এবং এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশ হচ্ছে শিশু। শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষা আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, বিকলাঙ্গ, এতিম, গরীব ও পথশিশুরা বিবিভন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাইরে রয়েছে। ইউনিসেফ কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী মাত্র ২ শতাংশ বিকলাঙ্গ শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় শহরগুলোতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানএর পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে ৪৭টি জেলা শহরের ৪৭টি বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এ কর্মসূচি আরো ১৭টি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। এক জরিপে দেখা গিয়েছে, যে সকল বিদ্যালয়ে হোস্টেল সুবিধা আছে সে সকল বিদ্যালয়েই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২৮টি জেলায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল সুবিধা রয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬টি জেলা শহরের প্রতি জেলায় ১০টি হিসেবে মোট ৩৬০টি আসনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও আবাসিক সুবিধা না থাকায় এসব জেলায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য নতুন হোস্টেল নির্মাণ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলে অবস্থিত হোস্টেলটির সংস্কার ও মেরামত করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। **প্রকল্পের** উদ্দেশ্যঃ

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের **শিক্ষার** সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা;

(খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৩৭ টি আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ;

(গ) প্রতিবন্ধীকল্যাণ আইন ২০০১ অনুযায়ী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত **করা**;

(ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্ত সুবিধাদি তৈরি করা; এবং

(ঙ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক বৃদ্ধি এবং তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় একীভূত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা।

৯.১| অনুমোদন পর্যায় : বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর ০৯/১১/২০০৯ এবং ০৯/১২/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিপিটি ২৯/০৩/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৪,১৫০.৪৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাকল্পিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৯.২|১ম সংশোধনী : প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে পিডব্লিউডি এর রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারনে নির্মাণ কাজের জন্য ৩,৪৩৮.৪৬ লক্ষ টাকা হতে ৪০.৯২% বৃদ্ধি করে ৪,৮৪৫.৫৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা; আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও বাইসাইকেলের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, প্রকল্প পরিচালকের ব্যবহারের জন্য গাড়ি ভাড়া বাবদ ২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান; প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ডিসেম্বর, ২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ২৩টি হোস্টেলে কমপক্ষে ১ বছরের জন্য খাদ্য সরবরাহ ও সকল হোস্টেলে ব্যবহার সামগ্রী ক্রয় (তোষক, কম্বল, বেডসীট, বালিশ, মশারি ও বাসনপত্র) বাবদ প্রস্তাবিত আরডিপিপি-তে ১২২.৫২ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখার কারণে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ০৭/০৫/২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৮/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৫,৪৯৩.৩৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১০| প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ (প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)

কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষ্য (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ক. রাজস্ব ব্যয়ঃ							
৪৫০১	কর্মকর্তার বেতন	১ জন	**৪৬.২৫**	**০৩**	**৪৩.১৭৮**	**০৩**	-
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	০২ জন					
৪৭০০	ভাতাদি	০৩ জন					
৪৮০০	সরবরাহসেবা	থোক	**১৬২.৫৯**	থোক	**১৬১.৮৬৪**	থোক	-
		-	**২০৮.৮৪**		**২০৫.০৪২**		-
সরবরাহ ও সেবাঃ							
৬৮০৭	যানবাহন (বাইসাইকেল)	**৩৭টি কেন্দ্র**	**৩.৭০**	**৩৭টি কেন্দ্র**	**৩.৬৯৫**	**৩৭টি কেন্দ্র**	-
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি	**১২টি কেন্দ্র**	**৮.২৪**	**১২টি কেন্দ্র**	**৮.২৪**	**১২টি কেন্দ্র**	-

কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষ্য (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৬৮২১	আসবাবপত্র	**২৪০৭টি**	**২১১.০৩**	**২৪০৭টি**	**২১১.০২২**	**২৪০৭টি**	-
৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	**৮৬.৫৩ ডেসিমেল**	**২১৫.৯৬**	**৮৬.৫৩ ডেসিমেল**	**২০৮.৩৯৯**	**৮৬.৫৩ ডেসিমেল**	-
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত ব্যয়	১০২৫০ বর্গ ফুট	**৪৮৪৫.৫৯**	১০২৫০ বর্গ ফুট	**৪৮২৮.৪৮৪**	১০২৫০ বর্গ ফুট	-
মোট মূলধন ব্যয়		-	**৫২৮৪.৫২**		**৫২৫৯.৮৪**		-
সর্বমোট ব্যয় (ক+খ)		-	**৫,৪৯৩.৩৬**		**৫,৪৬৪.৮৮৪**		-

১১। প্রকল্পের অনুকূলে বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্য				টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পিএ	বাস্তব %		মোট	টাকা	পিএ	বাস্তব %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
২০১১-১২	৪১৫.০০	৪১৫.০০		৪.৩৬	৪১৫.০০	২৩৮.৭৫	**২৩৮.৭৫**	-	**৪.৩৬**
২০১২-১৩	**৬৮৮.০০**	**৬৮৮.০০**		**১২.৫১**	**৬৮৮.০০**	**৬৮৭.৫৪৬**	**৬৮৭.৯৯৫**	-	**১২.৫১**
২০১৩-১৪	**১৩৭৩.০০**	**১৩৭৩.০০**		**২৪.৩৯**	**১৩৭৩.০০**	**১৩৩৯.৯৩**	**১৩৩৯.৯৩**	-	**২৪.৩৯**
২০১৪-১৫	**১২০০.০০**	**১২০০.০০**		**২১.৮৪**	**১২০০.০০**	**১১৫৫.৬০৬**	**১১৫৫.৬০৬**	-	**২১.৮৪**
২০১৫-১৬	**১২৮৮.২৩**	**১২৮৮.২৩**		**২২.৫৪**	**১২৮৮.২৩**	**১২৮২.৯১৩**	**১২৮২.৯১৩**	-	**২২.৫৪**
২০১৬-১৭	**৭৮৮.৬০২**	**৭৮৮.৬০২**		**১৪.৩৬**	**৭৮৮.৬০২**	**৭৫৯.৬৮৯**	**৭৫৯.৬৮৯**	-	**১৩.৯০**

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
০১।	মোঃ জুলফিকার হায়দার	পরিচালক (প্রতিষ্ঠান)	খন্ডকালীন	**০৫/০৯/২০১১ হতে ১৪/১২/২০১৩**
০২।	**মোঃ জাহাঙ্গীর আলম**	**যুগ্ম সচিব**	পূর্ণকালীন	**১৫/১২/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৬**

১৩। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৪। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পরিদর্শন প্রতিবেদন
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৫. **উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের **শিক্ষার** সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা;	ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
(খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৩৭ টি আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ;	অর্জন হয়েছে।
(গ) প্রতিবন্ধীকল্যাণ আইন ২০০১ অনুযায়ী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের সমন্বিত **শিক্ষা** ব্যবস্থা নিশ্চি**ত করা**;	ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
(ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্ত সুবিধাদি তৈরি করা; এবং	অর্জন হয়েছে।
(ঙ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক বৃদ্ধি এবং তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় একীভূত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা।	ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

১৬. মনিটরিং: প্রকল্পটি সমাজসেবা অধিদপ্তর ওআইএমইডি কর্তৃক সরাসরি পরিদর্শন করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটিসহ বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছেএবং পিসিআর প্রাপ্তির পর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৭. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় য়েপ্রকল্পটির কোন অডিট আপত্তি নেই ।

১৮.০। **<u>প্রকল্প পরিদর্শন</u> ঃ**

১৮.১ গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এ বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর -৮ এর পরিচালক মোঃ মোশারফ হোসেন কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের ঈদগঞ্জ প্রাইমারী হাই স্কুল, কক্সবাজার এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে , দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ২ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা বিশিষ্ট ভবনটি গণপূর্ত বিভাগ , তাদের নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মোট চুক্তিমূল্য ছিল ৮৪ .৭৭ লক্ষ টাকা কিন্তু বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৯০ .৭৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ চুক্তিমূল্যের চেয়ে ৬.০০ লক্ষ (ছয় লক্ষ) টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ভবনটি ২০/০১/২০১৬ তারিখে সমাজসেবা অধিদপ্তরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ভবন বুঝিয়ে নেয়ার পর প্রায় ২ বছর ৬ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত কোন ছাত্র ভর্তি করানো হয়নি। এ বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জানান যে , আবাসিক ভবন নির্মান করা হলেও প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় এখনো আবাসিক হোস্টেলের কার্যক্রম শুরু করা করা সম্ভব হয়নি । ভবনটি দেখভালের জন্য

সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে এখানে একজন কেয়ারটেকার রাখা হয়েছে। ভবনটিতে কেয়ারটেকার নিজেই তার পরিবার নিয়ে বসবাস করছে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। ভবনের বাথরুম ও রান্নাঘর অত্যান্ত নোংরা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ভবনের ছাদে বৃষ্টির পানি জমে থাকায় দেওয়ালের এক অংশের রং ও প্লাস্টার নষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জানান যে , অধিদপ্তর ও মন্ত্রনালয়ে বারবার জনবল চেয়ে পত্র লেখা হলেও এখন পর্যন্ত কোন জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আবাসিক হোস্টেলটি চালু হলে হোস্টেল কেন্দ্রে ১০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী উন্নত পরিবেশে থাকতে পারবে ও প্রকল্পের আওতায় তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা হবে এবং পড়ালেখার ক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রের রিসোর্স টিচারের সহযোগিতা পাবে। অর্থাৎ প্রকল্পটির কার্যক্রম দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য সহায়ক হবে।





গত ০১ সেপ্টেম্বর , ২০১৮ তারিখে কক্সবাজার জেলায় নির্মিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আবাসিক হোটেল নির্মাণ আইএমইডির পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়।

১৮.২ গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এ বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর -৮ এর পরিচালক মোঃ মোশারফ হোসেন কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের জেকে হাই স্কুল, হবিগঞ্জ, এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী,উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ -পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ২ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা বিশিষ্ট ভবনটি গণপূর্ত বিভাগ , তাদের নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মোট চুক্তিমূল্য ছিল ৯১.৬৬ লক্ষ টাকা কিন্তু বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১১৩ .০২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ চুক্তিমূল্যের চেয়ে ২১ .৩৬ লক্ষ (একুশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ভবনটির এক অংশের নীচ থেকে মাটি সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরের পানির ভবনের নীচে গেছে। এর ফলে ভবনের এক অংশের দেওয়াল ফাটা দেখা যায়। শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে ভবনটির বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ভবনটি সমাজসেবা অধিদপ্তরকে এখনও বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি মর্মে জানা যায়। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জেলা সমাজসেবা অফিসের উপ -পরিচালক জানান যে, ভবনের পানির অংশ মাটি ভরাট করা ও দেয়ালের ফাটল মেরামত করার পর তারা ভবনটি বুঝিয়ে নেবে। তিনি আরো জানান যে , আবাসিক ভবন নির্মান করা হলেও প্রয়োজনীয় জনবল না পাওয়া পর্যন্ত আবাসিক হোস্টেলের কার্যক্রম শুরু করা করা সম্ভব হবেনা। ভবনের বাথরুম ও রান্নাঘর অত্যান্ত নোংরা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় আসবাব -পত্রসমূহ জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ -পরিচালক এর কার্যালয়ে রাখা হয়েছে মর্মে তিনি জানান। এছাড়া ভবনটি দেখভালের জন্য কোন জনবল না থাকায় ভবনটি পরিত্যাক্ত অবস্থায় আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ -পরিচালক জানান

যে, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ে বারবার জনবল চেয়ে পত্র লেখা হলেও এখন পর্যন্ত কোন জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়নি।





গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে হবিগন্জ জেলায় নির্মিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আবাসিক হোটেল নির্মাণ আইএমইডির পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়।

১৮.৩ গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এ বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর -৮ এর পরিচালক মোঃ মোশারফ হোসেন কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের জয় কলস উজনগাঁও রশিদিয়া হাই স্কুল, সুনামগঞ্জ, এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী , উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ -পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ২ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা বিশিষ্ট ভবনটি গণপূর্ত বিভাগ, তাদের নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মোট চুক্তিমূল্য ছিল ৮৯ .৩৭ লক্ষ টাকা কিন্তু বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১০৮.৮৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ চুক্তিমূল্যের চেয়ে ২০.৫২ লক্ষ (বিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে , গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ভবনটি সমাজসেবা অধিদপ্তরকে প্রায় ১ বছর আগে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ - পরিচালক জানান যে, আবাসিক ভবন নির্মান করা হলেও প্রয়োজনীয় জনবল না পাওয়া পর্যন্ত আবাসিক হোস্টেলের কার্যক্রম শুরু করা করা সম্ভব হবেনা। আবাসিক ভবনের সামনের অংশ অত্যান্ত নোংরা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় আসবাব -পত্রসমূহ অত্যান্ত নোংরা ও পরিত্যাক্ত অবস্থায় পরে থাকতে দেখা যায়।





গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে সুনামগন্জ জেলায় নির্মিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আবাসিক হোটেল নির্মাণ আইএমইডির পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়।

১৮.৪ গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এ বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর -৮ এর পরিচালক মোঃ মোশারফ হোসেন কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের গভঃ পাইলট হাই স্কুল, সিলেট এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ -পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ২ তলা বিশিষ্ট ভবনটি গণপূর্ত বিভাগ , তাদের নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মোট চুক্তিমূল্য ছিল ৮৪ .৮৬ লক্ষ টাকা কিন্তু বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১২১.৮৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ চুক্তিমূল্যের চেয়ে ২৭ .০২ লক্ষ (সাতাশ লক্ষ দুই হাজার) টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ভবনটি গত ১০/০৯/২০১৮ তারিখে সমাজসেবা অধিদপ্তরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জানান যে , আবাসিক ভবন নির্মান করা হলেও প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় এখনো আবাসিক হোস্টেলের কার্যক্রম শুরু করা করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই তিনি হোস্টেলের কার্যক্রম শুরু করবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।





গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে সিলেট জেলায় নির্মিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আবাসিক হোটেল নির্মাণ আইএমইডির পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়।

১৮.৫ <u>ভেরিয়েশন এর অনুমোদন সংক্রান্ত কাগজপত্র না থাকাঃ</u> প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প অফিস মারফত জানা যায় যে , প্রত্যেক জেলার আবাসিক ভবন নির্মানে নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে চুক্তিমূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

এর কারন হিসেবে প্রকল্প অফিস থেকে জানান যে, গণপূর্ত বিভাগ একের অধিকবার ভেরিয়েশনের মাধ্যমে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বাড়িয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহি প্রকৌশলীগণ জানান যে , কিছু ক্ষেত্রে কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় তারা ভেরিয়েশন করে থাকে। পরিদর্শনকালে বর্ণিত জেলা সমূহে নির্মাণ কাজের চুক্তির বাইরে বাস্তব প্রয়োজনে যেসব কাজ ভেরিয়েশন এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে সে সকল কাজের ভেরিয়েশন সংক্রান্ত অনুমোদনের কাগজপত্র পরিদর্শনের সময় পাওয়া যায়নি। এমনকি ভেরিয়েশন এর সময় প্রকল্প পরিচালককে অবহিত না করে অনেক কাজের ভেরিয়েশন করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে। উল্লেখ্য , পিপিআর-২০০৮ এর ধারা -৭৮ অনুযায়ী বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যের নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্তিসহ পরিমাণগত বৃদ্ধি বা হ্রাসের (ধারা-৭৪(৪) অনুযায়ী ১৫%) জন্য ভেরিয়েশন অর্ডারের বিধান রয়েছে এবং ধারা -৭৯/২ (গ) অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে যথাযথ কর্ত্রপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশন অর্ডারের অনুমোদনের আবশ্যকতা রয়েছে। তবে বর্ণিত ভবনসমূহ নির্মাণের ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হলে পরিদর্শনের সময় তা পাওয়া যায়নি।

১৯.০ <u>প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা পর্যালোচনাঃ</u>

১৯.১ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদকালে মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ছিল ৪,১৫০.৪৮ লক্ষ টাকা |প্রকল্পটি ১ বার সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনে প্রকল্প মেয়াদ ২ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয় ও ব্যয় বৃদ্ধি করে ৫,৪৬৪.৮৭ লক্ষ টাকা করা হয়েছে| প্রকল্প সংশোধনের ফলে মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে ও অর্থের অপচয় হয়।

১৯.২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে দুই বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়মতো সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৯.৩ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক আবাসিক ভবন নির্মানের জন্য নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একাধিকবার ভেরিয়েশন করা হয়েছে এবং ভেরিয়েশন এর মাধ্যমে চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণ বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এক্ষেত্রে পিপিআর সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৯.৪ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৬ সালে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রসমূহে রিসোর্স শিক্ষকসহ অন্যান্য জনবলের অভাবে এখন পর্যন্ত কোন জেলার আবাসিক ভবন চালু হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে দেশের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুরা/সুফলভোগীরা শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৯.৫ হবিগন্জ জেলার আবাসিক ভবনটির এক অংশের নীচ থেকে মাটি সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরের পানি ভবনের নীচে গেছে। এর ফলে ভবনের এক অংশের দেওয়াল ফাটা দেখা যায়। শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে ভবনটির বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৯.৬ প্রতিবন্ধী জরিপ অনুসারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীগণের সংখ্যা ও মেধার ভিত্তিতে হোস্টেলে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্পের আওতায় হোস্টেল পরিচালনা সংক্রান্ত কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৯.৭ কক্সবাজার জেলার আবাসিক ভবনটির ছাদে পানি জমে দেওয়াল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্রকল্প থেকে কক্সবাজারসহ অন্যান্য সকল জেলার আবাসিক হোটেলে ব্যবহারের জন্য যে সকল আসবাব -পত্র দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার না করায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২০.০ <u>সুপারিশঃ</u>

২০.১ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদকালে মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ছিল ৪,১৫০.৪৮ লক্ষ টাকা |প্রকল্পটি ১ বার সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনে প্রকল্প মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করা হয় ও ব্যয় বৃদ্ধি করে ৫,৪৬৪.৮৭ লক্ষ টাকা করা

হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের ফলে মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে ও অর্থের অপচয় হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে;

২০.২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে দুই বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়মতো সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার করতে হবে; এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

২০.৩ বর্ণিত নির্মাণ কাজসমূহের ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদনের বিষয়ে পিপিআর -২০০৮ অনুসরণ না করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে আইএমইডি -কে অবহিত করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে;

২০.৪ ঠিকাদারের সাথে চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণ বিল পরিশোধের বিষয়ে এবং চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে অর্থ ছাড় কিভাবে হল সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে;

২০.৫ হবিগন্জ জেলার আবাসিক ভবনটির এক অংশের নীচ থেকে মাটি সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরের পানি ভবনের নীচে গেছে। এর ফলে ভবনের এক অংশের দেওয়াল ফেটে গেছে। উক্ত ভবনটি রক্ষার করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.৬ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তৈরী সকল আবাসিক কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষিত শিক্ষকসহ সকল জনবল পদায়নের মাধ্যমে যথাশীঘ্র কেন্দ্রসমূহ চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে ; এ বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর থেকে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.৭ প্রতিবন্ধী জরিপ অনুসারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীগণের সংখ্যা ও মেধার ভিত্তিতে হোস্টেলে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ‘হোস্টেল পরিচালনা নীতিমালা ’ প্রণয়ন করা যেতে পারে। নীতিমালা অনুযায়ী হোস্টেলে ছাত্র ভর্তির নির্বাচন পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে সমাজসেবা অধিদফতর থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.৮ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সুফল যাতে এর সুফলভোগীরা দ্রুত ভোগ করতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও সংস্থাসহ সকলকে আরো কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে;

২০.৯ আবাসিক হোস্টেলে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আসবাব-পত্রসমূহ ব্যবহার উপযোগী রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে ; এ বিষয়ে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ -পরিচালক ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.১০ অনুচ্ছেদ ২০.১-২০.৯ এ বর্ণিত বিষয়ে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদী সম্পর্কে আইএমইডি’কে আগামী ১ (এক)মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।